শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা

পুরুষপরীক্ষা।

শ্রীহরপ্রসাদরায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮১৫।

College of Fort William

পুরুষপরীক্ষা ।

অমরবৃন্দকর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতারদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ন দেবগনের ধ্যানপ্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশ যে পরমদেবতা তাঁহার চরনে আমি কোটিং প্রনাম করি । শূরসমূহের মান্য ও মেধাবিশেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গননীয় যে শ্রীদেবসিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিবসিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন । অভিনব পুষ্পাঞ্জিশিষ্ঠ বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত এবং কামকলা কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগনের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন এবং এই প্রার্থনা করিতেছেন যে রসজ্ঞানদ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা নীতি বোধানুরোধিক যে এই সকল বাক্যের গুন তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবন করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবন করিবেন । যে গ্রন্থের

লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গুণের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।

হড়কোলা নামে পুরীতে সহস্র নরপতির শিরোমণি শোভাতে শোভিত পাদপদ্ম এবং ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের সমুদ্র স্বরূপ ও সসাগর পৃথিবীর পতি হড়কোল নামে এক রাজা ছিলেন। এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ব্ব সুলক্ষণা এক কন্যা ছিল। রাজা সেই কন্যার যৌবন সময়ারম্ভ দেখিয়া তত্তুল্য অথচ নিজকুল যোগ্য বরের অনুসন্ধান করত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে হেতুক কুকর্ম্মেতে পরাঙমুখ ও ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জনকারী এবং পথ্যভোক্তা ও রোষাদি দোষদ্বেষ্টা আর সুস্থ এতাদৃশ ব্যক্তির যদি কন্যা থাকে তবে সে যোগ্য অথবা অযোগ্য বরের অনুসন্ধান করত প্রার্থনা জন্য যে স্বকীয় অভ্যর্থনা তদ্ভিন্ন। সে তাহার হৃদয়ে চিন্তা বিস্তার করে। তদনন্তর রাজা কি কর্ত্তব্য ইহা চিন্তা করিয়া বসুকূম্মি নাম্না ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেই রূপ কহিয়াছেন মনুষ্য একাকী বাঞ্ছিত কার্য্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না যে হেতুক পণ্ডিতেরও দ্বেষাদ্বেষে ভ্রমাদি দোষ জন্মে।

অতএব রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনি আমার পদ্মাবতী নামে এক কন্যা আছে কোন ব্যক্তিকে ইহার বর করিব তাহা কহ। মুনি ওত্তর করিলেন মহারাজ এক পুরুষকে বর করহ। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি আজ্ঞা করিলেন এক পুরুষকে বর করহ ইহাতে এই অনুভব হয় যে পুরুষব্যতিরেকেও বর হইতে পারে অতএব পুরুষব্যতিরেকে কি প্রকারে বরের সম্ভব হয় তাহা কহ। মুনি ওত্তর করিলেন রাজন্ পৃথিবীতে পুরুষাকার মাত্র অনেক পুরুষ আছে সেই কেবল পুরুষাকার মনুষ্য সকলকে ত্যাগ করিয়া বাস্তব পুরুষকে বর করহ আমি ইহা কহিতেছি। সেই পুরুষ যে প্রকার হয় তাহা কহা যাইতেছে কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি বীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই বীরাদি পুরুষ সকলকে কি রূপে জানিব। মুনি ওত্তর করিলেন রাজন্ শৌর্য্য এবং বিবেক ওৎসাহ এই সকল গুণেতে যুক্ত এবং মাতা পিতার

কার্য্য করণক্ষম এমত যে বীর পুরুষ তিনি কোনহ বংশেতে জন্মেন। শৌর্য্যাদির লক্ষণ এই কার্পণ্য রাহিত্যের নাম শৌর্য্য এবং হিতাহিত বিষয়িকা যে বুদ্ধি তাহার নাম বিবেক ও ক্রিয়াতে যে প্রবৃত্তি সেই উৎসাহ এই সমুদায় গুণেতে যুক্ত যে পুরুষ তিনিই বীররূপে খ্যাত হন। সেই বীর চারি প্রকার দানবীর এবং দয়াবীর ও যুদ্ধবীর আর সত্যবীর। তাহার উদাহরণ রাজা হরিশ্চন্দ্র দানবীর শিবিরাজা দয়াবীর অর্জুন যুদ্ধবীর রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবীর ছিলেন। রাজা কহিলেন-হে মুনি উঁহারা অন্য যুগের পুরুষ কলি যুগের পুরুষেরা উঁহারদিগের গুণ শিক্ষা করনেও তত্তুল্য হইতে পারে না। যে হেতুক কলি কালেতে তাদৃশ উপদেষ্টা নাই এবং সত্য যুগজাত পুরুষ সকলের ব্যাপারের দৃষ্টান্ত কলি সময় প্রসূত পুরুষেরদিগের ক্রিয়াতে সঙ্গত হয় না তাহার কারণ এই কলি কালজাত মনুষ্যেরদের তাদৃশী বুদ্ধি নাহি এবং শরীরে তাদৃশ বল নাহি ও সম্প্রতি তদ্রূপ সত্ত্ব গুণ নাহি অতএব সময়কৃত বিশেষ কি হয় না অর্থাৎ সত্যাদি যুগেতে উৎপন্ন লোক হইতে কলি কালজাত মনুষ্যেরদের অবশ্যই ন্যূনতা আছে তা

সিত্তে নিবেদন করি যে কলিকাল সম্ভূত পুরুষেরদিগের কথার দ্বারা তুমি আমাকে বীরাদি পুরুষের পরিচয় দেও। ঋষি কহিলেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা সত্য এবং ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের রাজবংশের বর্ননা করিয়াছেন সম্প্রতি আমি কলি কালজাত রাজসন্তানেরদের বর্ননা করিতেছি। প্রথমতো দান বীরের প্রসঙ্গ প্রস্তাব করি।

অথ দানবীর কথা।

দানবীরের নাম স্মরণে ও নামোচ্চারণে ও যত্নপূর্ব্বক নাম শ্রবণে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় তাহার উদাহরণ এই।

উজ্জয়নী নামে রাজধানী তাহাতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক সময়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কোন বৈতালিককর্ত্তৃক পঠ্যমান এক শ্লোক শ্রবন করিলেন তাহার অর্থ এই। সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মনসমূহ এবং প্রফুল্লচিত্ত বন্দিগন আর অভিলষিতপ্রাপ্ত দাসবর্গ ও স্ববশীভূত চতুর্দ্দিকস্থ মহীপাল সকল এবং ধনপ্রাপ্ত পণ্ডিতবর্গ আর উত্তম ভৃত্যগন এই সকল মনুষ্যকর্ত্তৃক স্তূয়মান যে দানবীর রাজা বড়াই তিনি জয়যুক্ত হউন।

তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য শ্লোকোচ্চারণকারি বৈতা

লিককে কহিলেন হে বৈতালিক তুমি কি অহঙ্কারেতে আমার সাক্ষাৎ তোমার বরাহ রাজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছ। বৈতালিক কহিল রাজন্ আমি বৈতালিক আমার এই ধর্ম্ম যে বীরেরদিগের যশো বর্ণনা করি তাহা শ্রবণ করুন বৈতালিক শূর সকলকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায় ও প্রশস্ত ব্যক্তিরদিগকে সদুপদেশ করে এবং কাপুরুষ সকলকে কুকর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করে আর ভূপালেরদের সাক্ষাৎ তদ্বিপক্ষের প্রশংসা করে ইহাতে যদি বৈতালিকের প্রাণ ত্যাগ হয় সেও উত্তম তথাপি বৈতালিক ক্ষুদ্রতাপ্রাপ্ত হয় না অতএব বীর সকল আমাকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করেন আমিও তাহারদিগের অঙ্কুরিত যশ পল্লবযুক্ত করি অর্থাৎ অল্প কীর্ত্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি মহারাজ যদি ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হও তবে তদধিক কিম্বা তত্তুল্য পুরুষার্থ প্রকাশ করহ নতুবা কেন কোপযুক্ত হইতেছ। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন রাজা বরাহের কি পৌরুষ। বৈতালিক কহিতেছে মহারাজ বরাহ রাজার দ্বারে প্রতি রাত্রিতে এক সুবর্ণ গৃহ নির্ম্মিত হয় রাজা প্রত্যহ সেই গৃহ ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ ও দরিদ্র সকলকে

বিতরণ করেন সেই দানেতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র রাজার কীর্ত্তি গান করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে বৈতালিক ইহা তথ্য বটে। বৈতালিক কহিল হে মহারাজ কে মিথ্যা কহে যদি তুমি প্রত্যয় না কর তবে আপন চারদ্বারা নিরূপণ করহ। রাজা কহিলেন হে বৈতালিক যে পর্য্যন্ত আমি এই কথা নিরূপণ না করিব তাবৎ তুমি এই নগরে থাকহ যদি এই সম্বাদ তথ্য হয় তবে আমি তোমাকে বহু রত্ন দিয়া সম্মানিত করিব। ইহা কহিয়া বৈতালিককে বাহিরে বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া নির্জ্জনে চিন্তা করিলেন অহো বতাহ রাজার ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য অথবা বিধাতার ব্যাপারই অসম্ভব যে হউক সেখানে গিয়া কৌতুক দেখিব এই পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিকে রাজ্য ভার সমর্পন করিয়া অগ্নি এবং কোকিল নামে দুই বেতালকে ডাকিয়া তাহারদের স্কন্ধারোহন করিয়া বতাহ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন সেখানে গিয়া এবং উত্তম বীরবেশ ধারন করিয়া ও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন রাজন্ রণে অনুপম

সাহস শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার দ্বারী আমি তোমার কীর্ত্তি শ্রবন করিয়া তোমাকে সেবা করিতে আসিয়াছি ইহা কহিয়া রাজাকে প্রনাম করিলেন। রাজা বড়াহ কহিলেন হে দ্বারী তুমি প্রবীন রাজার দ্বারপাল সম্প্রতি আমার দ্বারে অবস্থিতি করহ।

তদবধি বিক্রমাদিত্য সেই দ্বারে থাকিয়া উৎপন্ন সুবর্ন মন্দির এবং স্বর্ন দানরূপ মহাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া চিন্তা করিলেন যে কি রূপে রাজার এই কনকমন্দির হয় আমার এতদ্রূপ হয় না সে যে হওক পুরুষসাধ্য ব্যাপারে মনুষ্য ঔদাস্য করিবে না অতএব ইহার কারণ নিরূপন করা উপযুক্ত। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য তাহার কারন বোধের নিমিত্তে এক রাত্রিতে মহানিশা সময়ে সকল গৃহস্থ এবং রাজপুরস্থ লোকেরা নিদ্রিত হইলে একাকী অট্টালিকাহইতে বহির্গামি বড়াহ রাজাকে দেখিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়া বড়াহ রাজার পশ্চাৎ গমন করিলেন। রাজা বড়াহ নদীতীরে নর্ত্তক বেতালের পাদাস্ফালনযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমরুধ্বনি সহিত ওসহস্রং শিবার ঘোর রাবসংযুক্ত এবং রাক্ষসীর ক্রীড়াযুক্ত আর নরকপাল সহিত এবং কুৎ চিতাঙ্গার

করণক বিচিত্রিত মহাভয়ানক শ্মশান স্থান প্রাপ্ত হই
লেন সেই স্থলে নদীতে স্নান করিয়া ভৈরবকর্ত্তৃক মনুষ্য
চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জুকরণক বদ্ধ হইয়া জ্বলদগ্নিতে সন্তপ্ত
তৈলপূরিত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রচুর
দুঃখানুভব করিয়া অতিশয় ক্লেশেতে প্রাণত্যাগ করি
লেন।—

ভগবতী চামুণ্ডা দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া মৃতশরীরের মাংস
ভোজন করিলেন মাংস ভোজনে সন্তুষ্টা দেবী রাজার
অস্থি সকল অমৃতাভিষিক্ত করিয়া রাজাকে পুনর্জীবিত
করিলেন। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া প্রণামপূর্ব্বক এই
বর প্রার্থনা করিলেন যে হে দেবি দান করিবার নিমিত্তে
সৃষ্ট করিয়াছ যে পুরুষকে তাহার যাচক ব্যক্তির মনস্কা
মনা সম্পূর্ণ করিতে যে অক্ষমতা সে মরণহইতেও অতি
রিক্ত দুঃখ তন্নিমিত্তে আমি আপনার মরণ স্বীকার
করিয়া অর্থিরদিগের বাঞ্ছা পূরণে ইচ্ছা করিয়া নিজ
মাংসেতে তোমাকে অর্চ্চনা করিলাম হে দেবি আমার
মনোরথ সিদ্ধ করহ। দেবী আজ্ঞা করিলেন হে
বত্সাহ প্রভাত সময়ে তোমার দ্বারে স্বর্ণাগার হইবে।
বত্সাহ রাজা দেবীর বর প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হওত

নিজালয়ে আগমন করিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে বৈতালিক যাহা কহিয়াছে সে সত্য বটে বরাহ রাজাই দানবীর আপনার প্রাণ পরিবর্ত্তেতে ধনোপার্জন করিয়া বিতরণ করেন কিন্তু দেবী স্বভাবতো দয়াশীলা তবে কেন একবার প্রাণত্যাগ জন্য সাহসে রাজাকে চরিতার্থ না করেন সে যে হউক আগামি রজনীতে যাহা গুণযুক্ত হয় তাহাই করিব। ইহা নিশ্চয় করিয়া রাজদ্বারে গিয়া দ্বারিকার ব্যাপার করিতে লাগিলেন। পর নিশাতে মন্ত্রি সামন্ত ভৃত্য পরিবৃত বরাহ রাজা যখন নির্জ্জন অপেক্ষা করিতেছেন তখন নগরস্থ লোকও সুপ্ত হইল। বিক্রমাদিত্য একাকী সেই শ্মশানে গিয়া ঐ নদীতে স্নান করিয়া তৈলপূর্ণ কটাহে ঝম্প দিলেন। পরে আর্দ্র মাংসসংযোগে তপ্ত তৈলের কটকটাশব্দে চামুণ্ডা দেবী সেই স্থানে আগমন করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিয়া ঐ অস্থি অমৃতাভিষিক্ত করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সজীব করিলেন এবং বরাহ রাজজ্ঞানে যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধনদানেচ্ছা করিলেন তখন বিক্রমাদিত্য রাজা পুনর্ব্বার ঐ কটাহে ঝম্প দিলেন দেবীও পুনশ্চ তাঁহার

মাংস ভক্ষণ করিয়া পুনর্জীবিত করিলেন রাজা পুনঃ২ তৈল কটাহে ঝম্প দেন দেবীও বারম্বার তদামিষ ভোজন করিয়া ও জীবনদান করিয়া এই ব্যক্তি সাত্বিক স্বভাব রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা জানিলেন। পরে দেবী আজ্ঞা করিলেন হে বিক্রমাদিত্য আমি তোমার প্রতি অনুকূলা হইলাম তোমার অষ্টসিদ্ধি আছে তবে কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত সাহস করিতেছ আমি তোমার কিম্বা বরাহ রাজার মাংস ভোজনেতে তৃপ্তা হই এমত নহে কিন্তু পুরুষের সাহস পরীক্ষার্থে কৃত্রিম ক্ষুধার তৃপ্তি দর্শন করাই সম্প্রতি তোমার সাহসে সন্তুষ্টা হইলাম তুমি বর প্রার্থনা কর। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীকে প্রণাম করিয়া বর প্রার্থনা বাসনাতে এই নিবেদন করিলেন যে হে ভগবতি তুমি ভক্তবৎসলা এবং বরাহ প্রতি অনুকূলা এবং আমিও তোমার যৎকিঞ্চিৎ আরাধনা করিলাম ইহাতে আমি বর প্রার্থনা করি যে মরন সাহস ব্যতিরেকে বরাহ রাজার দ্বারে প্রত্যহ কনকমন্দির উৎপন্ন করুন। দেবী ইহা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তাহাই হউক। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবী প্রসাদ বর প্রাপ্ত হইয়া তৈল কটাহ দূরে ফেলিয়া নিজ নগরে প্রস্থান

করিলেন এবং সত্যবাদি বৈতালিককে আহ্বান করিয়া নানারত্ন ও অশ্ব এবং বসন আর হস্তী এই সকল সামগ্রী দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেখানে বরাহ রাজা নগরস্থ লোক সুপ্ত হইলে শ্মশান স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে কিছুই দেখিতে পাইলেন না এবং সেই সময় এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন যে হে বরাহ রাজা বিক্রমাদিত্য তোমার দুঃখ দূর করিয়াছে। বরাহ রাজা এই অমোঘ বাক্য শুনিয়া চিন্তিত হইলেন যে প্রভাতে যাচকেরদিগকে কি দান করিব এতদ্রূপ চিন্তা ব্যাকুল হইয়া নিজালয়ে পুনরাগমন করিয়া উত্তম খট্টাতে শয়ন করিয়াও নিদ্রাযুক্ত হইতে পারিলেন না তন্দ্রাবৃত হইয়া রাত্রি যাপন করিয়া দ্বারীকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং বহির্দ্বারে পূর্ব্বমত হেমমন্দির দেখিয়া এই অনুভব করিলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহেতে আমার মরণ যন্ত্রণা ব্যতিরেকে কার্য্য সিদ্ধ হইল। পরে সেই বৈতালিক বরাহ রাজার সভায় আসিয়া কহিল যে সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট রাজা বিক্রমাদিত্য ইনি কল্প বৃক্ষের ন্যায় দানবীর। ইতি দানবীর কথা সমাপ্তা।—

অথ দয়াবীর কথা ।—

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় । তাহার বিবরণ এই ।—

কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবনরাজ ছিল সে এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল । মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণ গ্রাহক জানিয়া এই চিন্তা করিল যে সক্রোধি নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে । তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখন বিশ্বাসযোগ্য হয় না যে হেতুক মনুষ্য দর্শন করাইয়া নষ্ট করে তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি এই বিবেচনা করিয়া নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল যে আমার পরিজনের দূর গমনে সাধ্য হইবে না এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা অকর্ত্তব্য । তাহা পণ্ডি

তেরা কহিয়াছেন যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতি দূরে পলায়ন করে সে স্বজনত্যাগী পরলোক গত প্রায় হয় তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নাম্না রাজা দয়াবীর আছেন তাঁহার আশ্রয়ে থাকি এই পরামর্শ করিয়া যবন সেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে ওদ্যত যে প্রভু তাঁহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম যদি আমাকে রক্ষা করিতে পারহ তবে আশ্বাস দান কর নতুবা এথানহইতে অন্যত্র গমন করি। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে যবন তুমি আমার শরনাগত আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যমও পরাভব করিতে পারিবেন না যবনরাজ কোন তুচ্ছ হইবে অতএব এথানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করহ। মহিমাসাহ রাজার অভ্যব কোতে রণস্তম্ভন নামে দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল। তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে ইহা জানিয়া হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিরদিগের পাদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা

করত এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে দিক্ষ্থ লোক সকলকে বধির করত এক দিবসে তাবদ্দুর্গোল্লঙ্ঘন করিয়া হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বান বর্ষন করিলেন। হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীর যুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই যত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া শত্রুবনাসহ্য এযত ধনুর্গুনের শব্দপূর্ব্বক বান নিঃক্ষেপদ্বারা গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন। প্রথম যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল রাজন্ শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও যদি না দেও তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ন করিয়া মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব। রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন রে দূত আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব তোর প্রভুকে খড়্গধারদ্বারা ইহার উত্তর দিব কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না শুন আমার শরনা

 না

গত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না যবনরাজ কি করিতে পারিবে। অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে যবনাধিপতি ওম্মানিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে কেহ২ পলায়ন করিতেছে কেহ২ বা নষ্ট হইতেছে কোন২ যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে। এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রাম হইল। যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্ট সৈন্য হইয়া এবং দুর্গ গ্রহনে অসমর্থ হইয়া নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন। সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্মীর দেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া এক বাক্য হইয়া কহিল হে যবনাধীশ আপনি কোন স্থানে যাইবেন না আমারদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সম্বাদ জানি বলা কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গ গ্রহন যাহাতে হয় তাহা করিব। যবনরাজ ইহা শুনিয়া ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার করিয়া দুর্গ দ্বার রোধ করিল। রাজা হম্মীরদেব অত্যন্ত বিপদ্ দেখিয়া আপনার সৈন্যগনকে কহিলেন অরে যাদবেশ সমূত যোদ্ধা সকল আমি পরিমিত সৈন্য করণক প্রচুর সেনাযুক্ত

যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে অতএব তোমরা দুর্গ হইতে দূরে যাও। যোদ্ধারা নিবেদন করিল হে মহারাজ তুমি করুণাপূর্ব্বক যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ আমরা তোমার জীবনানুগত সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব এ অকর্ত্তব্য যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব তাহাতেই আশ্রিতের দিগের রক্ষা হইবে অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয় লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক। পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল হে মহারাজ আমি বিদেশীয় এক সামান্য লোক আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিবা আমাকে ত্যাগ করহ। হম্মীরদেব রাজা কহিলেন হে মহিমাসাহ তুমি আমাকে এ কথা কহিও না নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ি যশ লভ্য হয় তবে কোন জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে যদি তুমি আমার কথা মান্য কর তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি। যবন সেনাপতি উত্তর করিল যে আপনি আমাকে এ প্রকার

আজ্ঞা করিবেন না আমি সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তক খড়্গ প্রহার করিব কিন্তু স্ত্রী লোকেরদিগকে দুর্গের বাহির করুন। স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন আমারদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব যেমত লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীর দিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব যে হেতুক হম্মীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণ ত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে। অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্মীরদেব সন্নাহ যুক্ত হইয়া হস্তীতে আরোহন করিয়া উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া পরাক্রম করত দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন। পরে খড়্গ প্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত করিয়া এবং পদাতিরদিগকে সংহার করিয়া সেনাগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধ

বর্গকে নৃত্য করাইলেন এবং রুধিরধারা প্রবাহেতে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়িলেন এবং শরীর ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন। সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন যে উত্তম প্রসাদ ও অনুপম গুণা বশীভূতা যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত রাজ্য ... বস্তুও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না রাজা হম্মীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন।

ইতি দয়াবীর কথা সমাপ্তা।—

অথ যুদ্ধবীর কথা।—

যুদ্ধবীরের কথা শ্রবণ করিলে কাতর লোক বীরত্ব পায় এবং অলস লোক উদ্যোগবান্ হয় ও সকল লোক জয়যুক্ত হয়। তাহার ইতি হাস।—

মিথিলা নগরীতে কর্ণাট কুলোদ্ভব মাল্যদেব নামা রাজার পুত্র মল্লদেব তিনি স্বভাবতঃ সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট ছিলেন কোন সময়ে এই বিবেচনা করিলেন

যে আমি পিতৃপালিত রাজ্যেতে ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করিতেছি ইহাতে আমার পৌরুষ নাহি যে সকল লোক নিজোপার্জ্জনজীবী হন তাঁহারাই বীর। যে হেতুক বালক এবং স্ত্রী ও অযোগ্য লোক ইহারা পরভাগ্যোপ জীবী সিংহ এবং সৎপুরুষ ইহারা নিজোপার্জ্জনজীবী হন স্বকীয় বাহুবলেতে ওপার্জ্জিত যে ধন তাহা ব্যতিরেকে পিতৃভক্তি প্রকাশ হয় না। প্রাচীনেরা সেই কথ... লেন অনেক পুত্রের যে জনক তিনি যে পুত্রের ওপার্জ্জি ধন ভোগ করেন এবং যশ শ্রবন করেন সেই পুত্রেতেই পিতা পুত্রবান হন। তন্নিমিত্তে আমি কোন স্থানে গিয়া নিজভুজ সামর্থ্যেতে ধনোপার্জ্জন করি। রাজপুত্র এই পরামর্শ করিয়া কান্যকুব্জ নগরে গেলেন এবং ওৎকৃষ্ট বীর বেশ ধারন করিয়া রাজা জয়চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ইনি কাশী নগরীর রাজা ছিলেন তন্নিমিত্তে রাজার আর এক নাম কাশীশ্বর। রাজা জয়চন্দ্র মহাদেবকে সমাদর পূর্ব্বক আপনার সহচর করিলেন। মহাদেব রাজার সেবা করত ক্রমেং অত্যন্ত মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইলেন পরে এক সময়ে নিজ সম্মানের ন্যূনতা বুঝিয়া এই চিন্তা করিলেন যে ঈর্ষ্যাযুক্ত বস্তুতে যে ভূপালেরদের অনু-

গ্রহ হওয়া সে অত্যন্ত কঠিন এবং সম্যক্ গুণশালি বস্তুও যদি অনায়াসলব্ধ হয় তবে তাহাতেও রাজার অনাদর হয় অন্য প্রকার আশাযুক্ত লোকের ধনই প্রাণ কামুক ব্যক্তির স্ত্রীই প্রাণ মানি ব্যক্তির মানই প্রাণ ইহা বিবেচনা করিয়া ক নিবেদন করিলেন হে রাজন্ তোমার প্রভু ধর্ম্ম । এখানে আসিয়াছিলাম এখন অন্যত্র গমনেচ্ছা রি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে কুমার তোমার কি চিন্তা এবং কি নিমিত্তেই বা তুমি অন্যস্থানে যাইতে চাহ সেই কারণ কহ। মল্লদেব কহিলেন মহারাজ আপনকার নিকটে আমার মর্য্যাদা ক্রমে২ শিথিল হইতেছে এই শঙ্কাপ্রযুক্ত আমি অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করি। ভূপতি কহিলেন কি প্রকারে ইহা জানিলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন আমরা শূরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই আমারদিগের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ হইতে পারে অতএব আমারদের প্রতি (ভূপতির অনুগ্রহ হওয়া সে শৌর্য্যমূলক কেবল বাগ্যুদ্ধেতে শৌর্য্য প্রকাশ হইতে পারে না এবং আপনকার অধিকারে অস্ত্রযুদ্ধও দেখি না। নরপতি কহিতেছেন আমি সকল স্থানের করগ্রাহী রাজা এই কারণ কোন রাজা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে

না এবং যুদ্ধে শত্রু হইতে ইচ্ছা করে না অতএব কাহার সহিত যুদ্ধ হইবে। মল্লদেব কহিলেন ভূস্বামির বিজয় জন্য যে সুখ সেই সুখই রাজ্য করণের ফল যুদ্ধ ব্যতিরেকে কি প্রকারে জয় হইতে পারে এবং জয় ব্যতিরেকেই বা কি প্রকারে তজ্জন্য সুখ লাভ হইতে পারে হে ম যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি এখানহইতে গমন করি আমি যে রাজার নিকট যাইব তিনি আপনার প্রতিযোদ্ধা হইবেন। নরপতি কুপিত হইয়া কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি কি অহঙ্কারে এই প্রকার কহিতেছ তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাও আমিও সেই খানে যাইব। পরে মল্লদেব কহিল আমি এই গমন করিতেছি ইহা কহিয়া চিক্কোর রাজার অধিকারে উপস্থিত হইয়া রাজমন্ত্রিস্থানে নিযুক্ত হইলেন। রাজা কাশীশ্বর মল্লদেব এখানহইতে গিয়া চিক্কোর রাজার নিকট আছে ইহা শুনিয়া দল সৈন্যের সহিত চিক্কোর রাজার নগরীতে আগমন করিলেন। সেই সময় চিক্কোর রাজা রাজা কাশীশ্বরকে নিকটোপস্থিত জানিয়া অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রনা করিলেন যে রাজা কাশীশ্বর আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিতেছেন

সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য হয়। মন্ত্রীরা কহিলেন সেনাসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া রাজা কাশীশ্বর যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন তুমি অল্প সৈন্যকরনক কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবা অতএব সংগ্রাম অকর্ত্তব্য এবং তিনি অতিশয় ন্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করনের ওপযুক্ত সম্প্রতিও যার নাহি অতএব এখন দুর্গাশ্রয়ে থাকা অকর্ত্তব্য। পশ্চাৎ মল্লদেব চিক্কোর রাজাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভূপাল তুমি কি পলায়ন করিবা কাশীশ্বর নরপতি তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাহি এবং কখন আগমন করিবেন না, আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে আমি তাহার আগমনের কারন কহিতে পারি আপনি কিছু ভয় করিবেন না। চিক্কোর রাজা কহিলেন কি কারন তাহা কহ। মল্লদেব কহিতেছেন রাজা জয়চন্দ্র কেবল আমার ওদ্দেশে আসিতেছেন। অতএব আপনি পলায়ন করিবেন না আমার সহিত তাহার যোদ্ধাগনের যে প্রকার যুদ্ধ হইবে তাহাই দেখিবেন। রাজা চিক্কোর ওত্তর করিলেন হে মল্লদেব সেই অপরিমিত সেনাযুক্ত রাজা কাশীশ্বরের সহিত একাকি তোমার যে

যুদ্ধ এ নীতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম। মল্লদেব কহিলেন রাজন্ শূরের দিগের যে কর্ম্ম সে পরামর্শ অপেক্ষা করে না। রাজা চিত্রোর উত্তর করিলেন যে কার্য্য কথন দৃষ্টিগোচর হয় না এমত অসম্ভব কার্য্যকারক লোকের যে আরম্ভ সে অবশ্য বিফল হয়। মল্লদেব কহিলেন এই ? বিষাদে কিছু ফল নাহি আমি যে কর্ম্ম করিব তাহার আমি স্বয়ং ভোগ করিব স্বীয়াপরাধে বিপদ্গ্রস্ত লোকের আপদ্বিষয়ে অন্য লোকের শোক করিতে হইবেক না। রাজা পুনশ্চ কহিলেন সংগ্রাম মাত্রে জয়ের সংশয় আছে তথাপি তুল্য বলেতেই সংগ্রাম উপযুক্ত হয় প্রবলের সহিত যুদ্ধ করন আর অগ্নিতে পতঙ্গের পতন এই দুই তুল্য জানিবা। রাজকুমার উত্তর করিলেন যে লোক যশঃ সঞ্চয়েচ্ছাতে যুদ্ধেতে আপনার মরন স্বীকার করে তাহার আর কি অধিক ভয়স্থান আছে এবং প্রবল শত্রুতেই বা কি ভয় আছে অন্য প্রকার ... পুরুষ কীর্ত্তিলাভেচ্ছাতে রনে মৃত্যু স্বীকার করে তাহার শত্রু প্রবল হইলেও তাহার স্বর্গদ্বার রোধ করিতে পারে না এবং যে পুরুষেরা আপন প্রান বিয়োগ ভয়েতে সংগ্রামহইতে পলায়ন করে তাহারদিগের মরনই উপযুক্ত নতুবা অতি ক্ষুদ্রতা

প্রকাশ হয়। রাজা কহিলেন হে কুমার মল্লদেব তুমি একাকী অত্যন্ত সাহসী রাজা কাশীশ্বর অসংখ্যেয় সেনা সহিত এবং মহাবীর তোমারদিগের দুই জনের যে যুদ্ধ কৌতুক আমরা তাহা শ্রবনে সমর্থ হই না দর্শন কি -র্শং কোন প্রকারেই দর্শন করিতে পারি না। পরে মল্ল নিবেদন করিলেন যদি সমর দর্শন করা তোমার অনভিমত হইল তবে তুমি অন্য কোন স্থানে যাত্রা কর এবং শত্রুর অদৃশ্য স্থানে থাকিয়া সুখেতে বাস কর ও আমাকে এক হস্তী দিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর আমি একাকী বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার নগর রক্ষা করিব। চিক্রোর রাজা মল্লদেবের বাক্যানুসারে কার্য্য করিয়া পলায়ন করিল। অনন্তর আগামি প্রভাতে রাজা কাশীশ্বর ভেরী নির্ঘোষদ্বারা নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠাস্থি ভগ্নক্রম এমত অশ্বখুরের কোটিং আঘাতে পৃথিবী কুট্টিতা করিয়া সেই নগরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মল্লদেব কাশীশ্বর রাজাকে নিকটোপস্থিত জানিয়া আপনি বর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং গৃহীতাস্ত্র ও গজারূঢ় হইয়া রাজার সম্মুখে গিয়া তাঁহারে দর্শন করিলেন। রাজা কাশীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন হে গজারূঢ় তুমি কি অনুসন্ধানার্থী

ক্তিক্কোর রাজার দূত অথবা যুদ্ধার্থী মল্লদেব। মল্লদেব
প্রত্তর করিলেন আমি অনুসন্ধানার্থী দূত নহি কিন্তু আমি
তোমার প্রতিযোদ্ধা মল্লদেব। কাশীশ্বর রাজা উপহাস
করিয়া কহিলেন ভাল তুমি আমার তুল্য যোদ্ধাই বট
কিন্তু সম্প্রতি আমার নিকটে আইস। মল্লদেব কহি
রাজন্ তুমি কেন আমার নিকটে না আইস তুমি হয়
আমি গজারূঢ় তুমি অস্ত্রধারন কর আমিও অস্ত্রধারন
করি সম্প্রতি সম্যাক্ প্রকারে প্রহার হউক বাক্য প্রয়োগে কি
ফল। রাজা জয়চন্দ্র এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ
সেনা সকলকে কহিলেন হে বীর সকল তোমরা কেবল
জীবনাবশিষ্ট মল্লদেবকে আনিয়া দেও। সেই সময় মল্ল
দেব কহিলেন হে দিক্পাল সকল ও মুনিগন এবং সিদ্ধ
গন আর অমরবৃন্দ এবং খেচর সকল তোমরা সকলে
সাক্ষী হইয়া কৌতুক দেখ হে রাক্ষস সকল তোমরা
মনুষ্যমাংস ভোজন করিয়া তৃপ্ত হও আর শূরেরদিগের
অনুরাগেতে উৎসুক যে অপ্সর সকল তাঁহারা শীঘ্র এখানে
আসিয়া আমোদ করুন মল্লদের রণস্থলে একাকী বিক্রম
প্রকাশ করিতেছে। ইহা কহিয়া সেই মল্লদেব আপনার
চতুর্দ্দিগ্ব্যাপক বিপক্ষবর্গকে নারাচাস্ত্রদ্বারা সংহার করি

লেন। তখন রাজা কাশীশ্বর ভূমিতে পতিত নিজ সেনা
গনকে দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাগনকে কহিলেন যদি
তোমরা আমার সেনাবিনাশকারি মল্লদেবকে নিবারণ
করিতে না পার তবে শরবর্ষনদ্বারা তাহাকে ভূমিতে শয়ন
করাও। তদনন্তর বীর সকল রাজাজ্ঞা পাইয়া ধনুর্গুনের
ভীষণ শব্দ পূর্ব্বক এক কালে বানবর্ষনেতে মল্লদেবকে
অভিষেক করিলে মল্লদেব শরাহত হইয়া কুঞ্জর পৃষ্ঠহইতে
ভূমিতে পড়িলেন। পরে বীরগণ বিবেচনা করিলেন যে
অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসী চিক্কোর রাজা পলায়ন
করিলেন ষোড়শ বর্ষীয় কর্ণাটকুলোদ্ভব মল্লদেব সম্মুখ
যুদ্ধে পতিত হইলেন পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর নারাচাস্ত্র
প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন কলেবর মল্লদেবকে অবলোকন করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন হে কর্ণাটকুলের প্রতিষ্ঠার বীজাঙ্কুর
স্বরূপ তুমি কি বাঁচিবা। মল্লদেব উত্তর করিলেন হে
ভূপাল যে সে হউক আমারদিগের দুই জনের মধ্যে
কে যুদ্ধ জয় করিলেন। কাশীশ্বর নরপতি কহিলেন হে
কুমার তুমি জয়ী হইলা। মল্লদেব নিবেদন করিলেন
কি প্রকারে ইহা অবধারিত হইল। রাজা উত্তর করিলেন
তুমি একাকী আমারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক

যোদ্ধাকে নষ্ট করিয়াছ অতএব তুমিই বিজয়ী হইলা। মল্লদেব রাজার প্রশংসা বাক্যেতে হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া পূর্ব্ব কথার প্রত্তুর করিলেন মহারাজ আমি বাঁচিব। পশ্চাৎ রাজা কাশীশ্বর মল্লদেবের শৌর্য্যেতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহার শরীরহইতে বাণোদ্ধার করিয়া আপন গৃহে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যেতে আশ্বাস করিয়া ও বাণ ক্ষতহইতে সুস্থ করিয়া আপনার প্রতিনিধি করিলেন। সেই সময় পণ্ডিতেরা কহিলেন মল্লদেবের বীরত্ব এবং রাজা জয়চন্দ্রের বিবেচনা এ প্রকার অতীত কালে হয় নাহি এবং ভবিষ্যৎ কালে হইবে না।—

ইতি যুদ্ধবীর কথা সমাপ্তা।—

অথ সত্যবীর কথা।—

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া মিথ্যাবাদী হইবেন কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।—

পূর্ব্ব কালে হস্তিনা নগরে মহামল্ল নামে এক যবন রাজ ছিলেন তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন

করিয়া রাজ্য করেন। মহামল্লের ঐশ্বর্য্যাসহন শীল কাফররাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন। যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া বাহ্লীক দেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া নগরোপান্তে গিয়া সমর স্বীকার করিলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফর রাজের বলবান বীরগণকর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। পশ্চাৎ যেমত সিংহ ভয়েতে হস্তীযূথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণ ভয়েপলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া যবনেশ্বর কহিতেছেন হে আমার যোদ্ধা সকল তোমারদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে। যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন হে স্বামিন্ নীচগামি সলিল প্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহার

দিগকে সম্প্রতি কে নিবারন করিতে পারে যদি আপনি এক ক্ষন ইতস্ততো ভ্রমন করিয়া এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি। যবনাধিপতি কহিলেন তোমরাই সাধু তোমারদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরু এমত সাহস করিতে পারে। তাহারপর নরসিংহদেব সাহস স্ফুরিতবাহু হইয়া বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া কাফররাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন পরে নর সিংহদেব অতিশয় ওদ্দীপ্ত শ্বেতচ্ছত্রের তলস্থিত কাফর রাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন। কাফররাজ সেই অস্ত্র প্রহারেতে প্রান ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতি লেন। সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্ত জীবন সেই কাফররাজের মস্তক ছেদন করিয়া যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন। যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার। চাচিকদেব ওত্তর করিলেন এ মস্তক কাফররাজের, যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়া ছেন। চাচিকদেব ওত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ

অনুপম পরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফর রাজকে নষ্ট করিয়াছেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া কাফররাজের শিরশ্চেদন করিলাম। যবনস্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নরসিংহদেব কোথায় আছেন। চাচিকদেব কহিলেন হে ভূপাল কাফররাজের সন্নিবিবর্ত্তী এবং স্বামি সংহার জন্য কোপে কম্পিত কলেবর এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহ দেবকে দেখিয়াছি সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন এবং কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না। সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক এবং পলায়মান শত্রু সেনা সকলকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি নিজ সেনাগণকে কহিলেন হে আমার যোদ্ধাগণ তোমরা কেন শত্রু সেনাগণকে নষ্ট করিতেছ সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফররাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও। পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া অনেক নারাচাস্ত্র প্রহারেতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্রং ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে

মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে নরসিংহদেব তুমি বাঁচিবা। নরসিংহদেব উত্তর করিলেন হে রাজাধিরাজ আমি যাহা করিয়াছি আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন। নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি। নরসিংহদেব কহিলেন আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল অতএব আমি দীর্ঘ জীবী হইব। তদনন্তর যবনরাজ মল্লদেবের শরীরে অতিশয় যত্নবান সকল উদ্ধার করিয়া এবং নানাপ্রকার ঔষধি সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন। পরে যবনরাজ সহস্র উত্তমাশ্ব ও লক্ষ স্বর্ণ ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবন রাজকে নিবেদন করিলেন হে রাজাধিরাজ যুদ্ধ করা রাজপুত্রেরদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম যে আমার এতাদৃশ

সম্মান করিলেন সে যে হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন তিনি সত্য প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাহি ইনি যাবনচিহ্নকপক শত্রু মস্তক আনিয়াও আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি ইহা কহেন নাহি তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য। পরে চাচিকদেব কহিলেন হে রাজকুমার আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব। তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন হে সত্যবীর চাচিকদেব তুমি সাধু তোমার এই সত্যতা হেতুক বুঝিলাম যে তুমি পণ্ডিত এবং সতীপুত্র ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়। তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন।—

ইতি সত্যবীর কথা সমাপ্তা।—

অথ প্রত্যুদাহরণ কথা।—

মূল বিষয়ের যে প্রয়োগ তাহার নাম উদাহরণ সেই

মূলের বিপরীত বিষয়ের যে ওদাহরণ তাহার নাম প্রত্যু দাহরণ। এই স্থানে প্রত্যুদাহরণের অর্থ এই শৌর্য্য এবং বিবেক ও ওৎসাহ এই গুণত্রয়যুক্ত বীরপুরুষেরদিগের লক্ষণের ওদাহরণের পর ঐ শৌর্য্যাদি গুণত্রয়ের একৈক গুণ হীন চৌরাদি পুরুষের লক্ষণের ওদাহরণ এই প্রত্যুদাহরণ।

ইহার বিশেষ কহা যাইতেছে। মনুষ্য বিবেকহীন হইলেই চোর হয় এবং শৌর্য্যহীন মনুষ্য কাতর হয় ও ওৎসাহরহিত যে পুরুষ সে অবশ্য অলস হয়। ইহার দিগের মধ্যে প্রথমত চৌর কথা প্রসঙ্গ হইতেছে।—

অথ চৌর কথা।—

বিবেক সম্ভূত যে দয়া দানাদি তাহাতে রহিত যে পুরুষ তাহার যদি শৌর্য্য থাকে তবে সেই শৌর্য্য ঐ মনুষ্যের কুবৃত্তির কারণ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই বিবেকরহিত যে বীর্য্যবান লোক সে অবশ্য পাপ কর্ম্ম করে যেমত সরীসৃপ নামে এক লোক পুণ্য কর্ম্ম করণে সমর্থ হইয়াও চোর হই য়াছিল তাহার ওদাহরণ।—

ওজ্জয়নী নামে পুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন তিনি

এক দিন চৌর ব্যাপার দর্শনার্থে দরিদ্রের বেশ ধারন করিয়া নিজ নগরের এক দেব মন্দির সন্নিধানে বসিয়া থাকিলেন পরে অন্ধকারযুক্ত রজনীর মহানিশা সময়ে চারি জন চোর সেই স্থানে আসিয়া এই পরামর্শ করিল যে গৃহ হইতে আনীত অন্ন ভোজন করিয়া সবল হইয়া কোন ধনবানের গৃহ প্রবেশ করিব। সেই সময় রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন আমারে দিবা। চোরেরা সতর্ক হইয়া বলিতেছে তুই কে। রাজা কহিলেন আমি দরিদ্র ক্ষুধাব্যাকুল হইয়া গমনাসামর্থ্য প্রযুক্ত পড়িয়া রহিয়াছি। পরে ঐ তস্করেরা এক মন্ত্র পাঠ করিল তাহার অর্থ এই নগর ও পথ আর দ্রব্য সকল দিবসে যে প্রকার দৃষ্ট হইয়াছে রাত্রিতেও সকল বস্তু এবং এই মনুষ্য তদ্রূপ দৃশ্য হউক পশ্চাৎ কহিল ওরে দীন তুই কি কারন এখানে রহিয়াছিস। রাজা উত্তর করিলেন হে মহাশয়েরা দেব সন্দর্শনার্থ অত্রাগত লোকের উদ্দেশে ভিক্ষার নিমিত্তে আমি এখানে আসিয়াছিলাম ভিক্ষা না পাইয়া বড় ক্ষুধিত আছি এখন কোথায় যাইব। চোরেরা কহিল যদি তোরে উচ্ছিষ্টান্ন দি তবে তুই আমারদিগের কি কার্য্য করিবি। রাজা কহিলেন বড়২ ধনিরদিগের গৃহ

দর্শন করাইব আর তোমরা যে দ্রব্য চুরি করিবা তাহার ভার বহন করিব। তস্করেরা কহিল তবে থাক্ এবং ভোজনাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ কর ইহা কহিয়া দরিদ্রবর্ণ ধারি রাজাকে কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্টান্ন দিল। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য চৌরকর্ত্তৃক দীয়মান অন্ন বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া বেতালদ্বারা অপহরণ করাইয়া কহিলেন আমি আজি তোমারদিগের অনুগ্রহেতে চরিতার্থ হইলাম। অনন্তর ঐ চোরগণের মধ্যে সরীসৃপ নামে এক চোর কহিতেছে হে সখা সকল আমি শাকুনিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাতে শৃগালেরা যাহা কহে তাহা বুঝিতে পারি। অন্য তস্করেরা জিজ্ঞাসা করিল তুমি বুঝিতে পার। সেই সময় এক শৃগালের শব্দ শুনিয়া সরীসৃপ উত্তর করিল হে মিত্র সকল শুনহ ঐ জম্বুক কহিতেছে যে তোমারদিগের মধ্যে চারি চোর এক রাজা আছেন। অপর চোরেরা কহিল আমরা চারি জন চির কালের পরিচিত পঞ্চম লোক এই দুঃখী ইহাকে দিবসে দেখিয়াছি এবং এই লোক সম্প্রতি আমারদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিল তাহাও দেখিলাম অতএব কি প্রকারে এই ব্যক্তিতে রাজাশঙ্কা হইতে পারে। সরীসৃপ পুনশ্চ কহিতেছে শৃগালের

তাহা মিথ্যা হয় না। পশ্চাৎ সহচর তস্করেরা কহিল যে ভয়জনক বাক্যের বাধা প্রত্যক্ষ হইল তাহাতে কি শঙ্কা। তাহারপর সকলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া ঐ পাঁচ জন পুরপতি নামে এক ধনবানের গৃহে সিঁদ দিয়া প্রবেশ করিল এবং অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধন চুরি করিয়া নগর বহির্দ্দেশে আসিয়া গর্ত্তে পুতিয়া রাখিল। পরে ঐ চারি তস্কর এক পুষ্করণীতে স্নান করিয়া কোন মদিরাশালা প্রবেশ করিল। রাজা তাহা দেখিয়া নিজালয়ে আগমন করিলেন পরে সভামধ্যে আসিয়া সভাগত লোক সকলকে বিদায় করিয়া এবং সিংহাসনে বসিয়া কোটালকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন ওরে পরের ভদ্রাভদ্র দর্শক তুই নগররক্ষক হইয়া রাত্রি ব্যাপার কিছু জানিতে পারিস্ না যা পিঙ্গিল নামে শুঁড়ির ঘরে মদ্যপান করিতেছে যে চোর সকল তাহারদিগকে শিকলেতে বদ্ধ করিয়া আন। কোটাল রাজাকে প্রনাম করিয়া সেখানে গিয়া চোরেরদিগকে সিকলে বাঁধিয়া রাজার নিকটে আনিল। নরপতি চোরগন কে দেখিয়া কহিলেন হে আমার সখা তস্করগন তোমরা আমাকে চিনিতে পারহ। সরীসৃপ কহিল মহারাজ আমি সেই কালে তোমাকে চিনিয়াছিলাম কিন্তু এই সকল

মিত্রেরা অতি দুষ্ট ইহারা শৃগালের ভাষা অতথ্য কপে নিশ্চয় করিল আমি কি করিব মিত্রবাক্যেতে নির্ব্বোধি হইলাম। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে নীতিজ্ঞ লোক একাকী অভিলষিত কার্য্য করিয়া সুখী হয় কিন্তু অনেকের পরামর্শ অপেক্ষা করিলে তাহার বুদ্ধি স্বস্থান চ্যুতা হয় অন্য প্রকার যথার্থবেত্তা অথচ শূর এমত লোক কার্য্যোদ্যত হইয়া যদি অনেক লোকের বাক্য শুনে হে মহারাজ তবে সেই অনেক লোকের বুদ্ধিকপ কর্দ্দমে সে পতিত হইয়া মগ্ন হয়। পরে রাজা কহিতেছেন হে চোর সকল পরোপদেশজাত জ্ঞানকপ যে স্বকীয় প্রমাদ তাহাই গননা করিতেছ তোমারদের যে স্বজ্ঞান দোষজ ভ্রম ইহা বিবেচনা কর না। চোরেরা কহিতেছে মহারাজ আমার দের বুদ্ধি ভ্রম কি। নৃপতি কহিতেছেন তোমারদিগের বুদ্ধি ভ্রমই নিশ্চয় যে হেতুক তোমরা বীর বৃত্তিতে সমর্থ হইয়া চৌর্য্যব্যবসায় আশ্রয় করিয়াছ অন্যলোক সকল যে শৌর্য্য হেতুক পৃথিবী মণ্ডলেতে প্রধান হইতেছেন এবং ধনোপার্জন করিয়া আনন্দ করিতেছেন ও পণ্ডিত সমূহেতে বেষ্টিত হইয়া পুণ্য ক্রিয়া করত পবিত্র যশো লাভ করিতেছেন সেই যে সুখ্যাতি সম্পাদক মহত্তর শৌর্য্য তাহাতে

তোমরা চৌরপথাবলম্বন করিয়াছ হা তোমারদের এই দুর্ম্মতি ত্যাগ হওয়া অতি কঠিন। তখন চোর সকল কহিতেছে হে রাজাধিরাজ দুর্ম্মতিই চৌর্য্যের কারণ হইয়াছে। তাহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন যদি তোমরা দুর্ম্মতি স্বীকার করিতেছ তবে কেন ত্যাগ না কর। পরে চোরগণ কহিল হে নরপতি আমারদিগের দারিদ্র্য চৌর্য্য পরিত্যাগের প্রতিবন্ধক হইয়াছে যে হেতুক দরিদ্রতা লোককে পাপ কর্ম্মে নিযুক্ত করে এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করায় ও চৌর্য্যাভ্যাস করায় আর শঠতা শিক্ষা করায় এবং নীচ লোকের উপাসনা করায় ও কৃপণ লোকের নিকটে যাচ্ঞা করায় অতএব দারিদ্র্যদশা মনুষ্যের কোন২ অবস্থা না করে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে তস্কর সকল যে কালে আমার সহিত তোমারদের সখ্য হইয়াছে সেই সময় তোমারদিগের দরিদ্রতাও গিয়াছে যে হেতুক তুল্যাবস্থাতে তুল্য ব্যক্তিতেই সখিভাব সম্ভব হয় দেখ আমি এক ক্ষণ তোমারদিগের সখ্যাশ্রয় করিয়া চুরি করিয়াছি তোমরা আমার সহিত মিত্রতা করিয়া কি রাজ্যপ্রাপ্ত হইবা না অর্থাৎ অবশ্য রাজ্য পাইবা তন্নিমিত্তে

আমার সাক্ষাৎকারে দুষ্ট ক্রিয়া পরিত্যাগ স্বীকার কর। তখন চোরসকল কহিল কেন ত্যাগ না করিব। তাহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন সম্প্রতি তোমরা শিকলে বদ্ধ আছ অতএব আমার কথা স্বীকার করিবা কোন দুষ্ট লোক পরায়ত্ত হইয়া জিহ্বাগ্রে সম্ভুত বাক্যেতে দুর্ম্মতি ত্যাগ এবং গুণগ্রহণ স্বীকার না করে ভাল যদি পুনর্ব্বার কুকর্ম্ম করহ তবে এই দশাপ্রাপ্ত হইবা ইহা কহিয়া পুরপতির বীন পুরপতিকে দিয়া চোরসকলকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিলেন। এবং তাহারদের মধ্যে সরীসৃপ নামা চোরকে শাল্মলী পুরের রাজা করিয়া ইতর চোরেরদিগকে স্বর্ণ দানেতে অদরিদ্র করিয়া তাহারদেয় আপন২ স্থানে পাঠাইলেন। তাহার কিঞ্চিৎ কালের পর রাজা বিক্রমাদিত্য এই চিন্তা করিলেন যে সরীসৃপ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইদানী কি ব্যবহার করিতেছে তাহা নিরূপণ করা উপযুক্ত যে হেতুক দুর্ব্বল লোকের গুরুভার বহন ও মন্দাগ্নি পুরুষের গুরু দ্রব্য ভোজন এবং দুর্বুদ্ধি লোকের রাজ্যলাভ ও গৌরবপ্রাপ্তি এই সকল পরিণামে কোথায় সুখজনক হয় অর্থাৎ শেষে সুখাবহ হয় না। অনন্তর নরপতি সুচেতন নামে এক চারকে চোরের ব্যবহার নিরূপণ করিতে

পাঠাইলেন। চার সেখানে গিয়া চোরের সকল বৃত্তান্ত জানিয়া রাজসন্নিধানে পুনরাগমন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুচেতন সম্বাদ কহ। সুচেতন চার উত্তর করিল হে রাজাধিরাজ আমি আপনকার প্রিয় অথবা অপ্রিয় ইহা বিবেচনা করিব না কিন্তু তথ্য সম্বাদ কহিব চারের মিথ্যা কথন অত্যানুচিত সে যে প্রকার তাহা কহিতেছি যেমত মনুষ্য কান চক্ষুতে কোন দ্রব্য দেখিতে পায় না সেই প্রকার নরপতি অসত্যবক্তা চারদ্বারা কোন সমাচার জানিতে পারেন না সেই কারণ আমি যে প্রকার দেখিয়াছি সেই রূপ কহিব মহারাজ শ্রবণ কর আপনি পরদ্রোহনিপুণ এমত দুরাত্মারে রাজ্যদান করিয়া অনেক লোকের বিপদ করিয়াছেন সেই চোর পূর্ব্বে দুর্ব্বৃত্ত ছিল সম্প্রতি মহারাজ তাহাকে সমর্থ করিয়াছেন অতএব দুর্ব্বৃত্ত লোক সমর্থ হইলে কি না করে অর্থাৎ সকল কুকর্ম্মই করে হে ভূপাল আপনি করুণার্দ্রচিত্ত এবং মহাশয় এই কারণ তাহার দুরবস্থাই খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রকৃতি খণ্ডন করিতে পারেন নাহি। রাজ্য রূপ বৃক্ষের যশ এবং পুণ্য ও সুখ এই তিন প্রকার ফল যে রাজা সেই ফল প্রাপ্ত না হইল তাহার রাজ্যেতে কি

প্রয়োজন। সেই দুরাত্মা চোর সাধুলোকের দ্রব্য হরণ করিতেছে এবং মানি ব্যক্তির মান হানি করিতেছে ও আপন সুখেচ্ছার নিমিত্তে তাহার অকর্ত্তব্য কিছু নাহি সে পরস্ত্রীগমন করিতেছে এবং আপন পরমায়ু চিরস্থায়ি করিয়া জানিতেছে আর কামাস্ত্র দর্শন করিতেছে কিন্তু যমের অস্ত্রদর্শন করিতে অক্ষম হইতেছে এবং সে পাপ কর্ম্মে অবসন্ন নহে ও কুকর্ম্মেতে লজ্জিত নহে আর পরদ্রব্য হরণ করিয়াও তৃপ্ত হয় না যে হেতুক পাপাত্মার ঘৃণা কোথায় অর্থাৎ কুক্রিয়াতে কখন নিবৃত্তি নাহি আর সেই চোর এই প্রকার কহিতেছে আমি যে চৌর্য্যের প্রসাদে রাজ্যপ্রাপ্ত হইলাম সেই যে আত্মহিতকারিণী চৌর্য্যবৃত্তি তাহাকে আমি কি অপরাধে ত্যাগ করিব অতএব মহা রাজ দুর্ব্বৃত্ত লোক রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেও কুবৃত্তি ত্যাগ করে না তাহার দৃষ্টান্ত সেই চোর। হস্তীযূথসহিত ও শতং রমণীসহিত দুরাত্মার যে রাজ্য সে তাহার ভদ্রাভদ্র বিবেচনা শূন্য হওয়াতে কেবল পাপজনক হইয়াছে আর চোর ভূমি শাসনকর্ত্তা হইলে শিবস্বর্থ্যাদি গ্রহণ করে এবং বিপ্রবর্গকে অপূজা করে এবং মুনি সকলকে অমান্য করে এবং স্বয়ংকৃত যে কর্ম্ম তাহা লোপ করে দুশ্চরিত্র

লোকের অঙ্গীকারে স্থৈর্য্য কোথায় অর্থাৎ কোন কার্য্যে কখন অঙ্গীকারের স্থিরতা থাকে না। রাজা চার প্রমু খাৎ এই সকল সম্বাদ শুনিয়া কহিলেন হে সুচেতন তোম বাক্যেতে সেই দুরাত্মার সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সন্দেহরহিত হইলাম এবং আপনার অকীর্ত্তিই মান্য করিলাম। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে নরেন্দ্র সকল লোক কেবল তোমার অযশ পাঠ করিতেছে কিন্তু সেই অযশ মহারাজের লজ্জাকপক পরন্তু চোররাজের যশ স্বরূপ। যে হেতুক তাহার সহিত মহারাজের মিত্রতা প্রকাশ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে এই অযশ প্রকাশ হইল নীচ লোকের সম্বর্দ্ধনা করিতে বাসনা করিলে প্রবীন লোকও নীচ প্রায় হন যেমত চন্দ্র মৃগাকে ক্রোড়ে করিয়া কলঙ্কী হইয়াছেন। রাজা ওত্তর করিলেন হে সুচেতন তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য। চার পুনশ্চ নিবেদন করিল হে ভূপাল প্রবীন লোকেরদিগের অযশ নিবারন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে অযশ নিবারন হইতে পারে তাহাই শীঘ্র করুন তবে সেই অকীর্ত্তি লোকমুখে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া স্বয়ং নিবৃত্তা হইবে। তদনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য অন্যবেশ ধারন করিয়া চোরের রাজ্যে ওপস্থিত

হইয়া এবং চোরকথিত বাক্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেই চোরকে পদচ্যুত করণের পর পুর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত করিয়া নষ্ট করিলেন। সেই সময় কোন পণ্ডিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন তাহার অর্থ এই অন্যাবুদ্ধেষি ভুপালকর্ত্তৃক মাবুদ্ধেষি [illegible] নষ্ট হইল এখন পুরী স্বচ্ছন্দ হওন এবং পণ্ডিতবর্গ গৌরবপ্রাপ্ত হওন ও বণিকেরা নিরুপদ্রব পথেতে স্বচ্ছন্দে গমন করুণ এবং গৃহেং লোকসকল নির্ভয়েতে নিদ্রিত হওন আর ধর্ম্মোত্সুক পুরুষেরা জাগরণ করুন। ইতি চৌর কথা সমাপ্তা।—

অথ ভীরুকথা।—

শৌর্য্যহীন পুরুষকে কাতর কহা যায় সে যদি আত্মপ্রাণ বিষয়ে কাতর হয় তবে তাহাকে ভীরু বলা যায় আর ধন ব্যয়েতে কাতর যে পুরুষ সে কৃপণরূপে খ্যাত হয়। এই দুই কথার মধ্যে প্রথমে ভীরু কথা কহা যাইতেছে। ভী[illegible] ব্যক্তির বিপদ্ না হওনের স্থানে আপদাশঙ্কা এবং স্বকীয় বলে অল্পজ্ঞান আর যে ভয়ঙ্কর নহে তাহাতে ভয়ঙ্কর বুদ্ধি সর্ব্বদা হয়। তাহার ওদাহরণ এই।—

গঙ্গার দক্ষিণকুলে পারিভদ্র নামে এক রাজা ছিলেন তিনি

পিতার উপার্জিত রাজ্যে মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক সংস্থাপিত পুত্র হইয়া রাজ্য করেন পশ্চাৎ নিকটবর্ত্তী রাজা সকল রাজা পারিভদ্রের ভীরুতা জানিয়া তাঁহার অধিকারের সীমাস্থান আক্রমণ করিল। অনন্তর যে২ স্থান বিপক্ষাক্রান্ত হইল পারিভদ্র সেই সকল স্থান ত্যাগ করিলেন। পুরা লোকেরা কহিয়াছেন যে রাজা শান্তপ্রকৃতি হন এবং শৌর্য্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন ও বিনা যুদ্ধেতে সন্ধি করেন তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন। যে হেতুক রিপু ও খল ও ব্যাধি ইহারা স্বভাবত অপকারী কিন্তু ইহারদের প্রতিকার না করিলে সর্ব্বথা প্রবল হয়। মন্ত্রী সকল রাজার ভীরুতা ও শত্রুর পরাক্রম দেখিয়া রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ তোমার সহিষ্ণুতাতে তোমার রাজ্য শত্রুরা অধিকার করিল অবশিষ্ট রাজ্য রক্ষার্থ শক্তি প্রকাশ করুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কি শক্তি প্রকাশ। মন্ত্রিরা উত্তর করিলেন যুদ্ধেতে প্রভুশক্তি প্রকাশ কর্ত্তব্য। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন সন্ধিই কর্ত্তব্য যদি সন্ধি না হয় পশ্চাৎ যুদ্ধ কর্ত্তব্য। সচিবেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য হয় তবে সম্প্রতি কেন না করেন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে কাল যাপন করা নিরর্থক। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন

যুদ্ধ করিলে করী ও তুরগ এবং পদাতি সকল নষ্ট হইবে। অমাত্যেরা কহিলেন যদি যুদ্ধ না করিবেন তবে সেনাতেই কি প্রয়োজন যুদ্ধ প্রয়োজক সৈন্যেরদিগের পতন যুদ্ধেতেই হয়। ভূপতি কহিলেন সংগ্রামে কেবল সৈন্যের বিনাশ হয় এমত নহে স্ববিনাশ শঙ্কাও হয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিলে যদি প্রথম বাণ আসিয়া আমার হৃদয়ে লাগে তবে তোমারদিগের স্বামিবাৎসল্যেতে আমার কি হইবে। নীতি শাস্ত্রে সেই প্রকার কথিত আছে যে বুদ্ধিমান লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সময় লঙ্ঘন করিবেন যিনি সময় লঙ্ঘন করিলেন তিনি কোন্ বিপদ লঙ্ঘন না করিলেন। মন্ত্রী সকল কহিলেন অপ্রতিকার্য্য যে বিপদ্ তাহাতে কালযাপন করা উপযুক্ত বটে যে কার্য্য সাধ্য হয় তাহা করিতে নীতিজ্ঞ লোক এক ক্ষণও বিলম্ব করেন না মহারাজ সম্প্রতি তুমি সমর্থ বট ইহাতে যদি বৈরিবর্গকে পরাভব না করিবা তবে রিপুগণ প্রশয় পাইয়া তোমাকে পরাজয় করিবে। রাজা কহিলেন তবে কোনহ সমরপ্রিয় পুরুষকে যুদ্ধেতে আমার প্রতিনিধি কর। সচিবেরা কহিলেন অল্প বল যে শত্রু তাহাকে নষ্ট করিতে প্রতিনিধি কর্ত্তব্য তুল্য বল যে এই শত্রু ইহার যুদ্ধেতে স্বয়ং

প্রবৃত্ত হও আরও কহি প্রবীন লোকেরা পর সৌন্দর্য্যদ্বারা আত্মোৎকর্ষ ইচ্ছা করেন না এবং পর শক্তিকরণক রাজ্য করিতে বাসনা করেন না ও পর বুদ্ধিতে শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা কহিলেন হে মন্ত্রিগন তোমরা কি কহিতেছ যুদ্ধেতে আমার মন উৎসাহযুক্ত হয় না তবে যদি তোমরা আমাকে নিতান্ত নষ্ট করিতে বাঞ্ছা কর তবে আমাকে সংগ্রামে পাঠাও। সচিবেরা রাজার এই সকল দুর্ব্বাক্য শুনিয়া সেখানহইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে পিতা বর্ত্তমান থাকিতে এই বালককে বিচক্ষন এবং ক্ষমতাপন্ন ইহা দেখিয়াছি পিতৃ বিয়োগে এখন ইহাকে অত্যন্ত ভীত দেখিতেছি অতএব কি প্রকারে ইহার রাজ্য থাকিবে যে হেতুক এই কুমার যাবৎ পরায়ত্ত ছিলেন তাবৎ ইহাকে উত্তম যোদ্ধার ন্যায় দেখা গিয়াছে কিন্তু প্রায় মনুষ্যসকল কর্ত্তৃত্ব পাইয়া স্বভাব প্রকাশ করে এই বালক যখন পিতার নিকটে ছিলেন তখন কার্য্যকুশল ছিলেন এখন মস্তকে ভার পড়িয়া ইহার ভীরুতাই স্পষ্ট হইতেছে পুরুষের ভীরুতা অত্যন্ত দোষ যে হেতুক ভীত পুরুষ যদি গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হয় এবং

যদি সপ্তসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কোটিং সেনাতে বেষ্টিত হইয়া থাকে তথাপি তাহার ভয় দূর হয় না। এই রাজার ভীরুতাতে ক্রমেং রাজ্য নষ্ট হইবে অতএব আমারদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা উপযুক্ত এই অযোগ্য রাজা স্বীয় দোষেতে কেবল আপনি নষ্ট হইবে এমত নহে কিন্তু রাজার দোষেতে সকল প্রজা নষ্ট হইবে আমরা নিজ পরিবার ও বলের সহিত এখানে আছি সম্প্রতি যদি নরপতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাই তবে আমার দিগের পাপ ও লজ্জা হইবে যদি ত্যাগ না করি তবে সকল নষ্ট হইবে অতএব অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য। সেই সময় কোন মন্ত্রী কহিলেন আমারদের সন্দেহ নির্ণয়যোগ্য জ্ঞান আছে এবং রাজা কি করেন তাহাও দেখা যাইবে বুঝি রাজা সন্ধিই করিবেন সম্প্রতি কিঞ্চিৎ কাল যাউক পশ্চাৎ বিবেচনা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা সেই প্রকার কহিয়াছেন যে আপদের মধ্যে এক ক্ষণ কিম্বা এক প্রহর ব্যবধান থাকে অর্থাৎ এক ক্ষণ কিম্বা এক প্রহরের পর হইবে যে আপদ তাহাকে কেহ ভ করিবেন না কেননা ঈশ্বর এক ক্ষণের পর কি বিধান করিবেন তাহা কেহ পূর্ব্বে জানিতে পারেন না। অমাত্যগণ

এই রূপ পরামর্শ করিয়া সকলে আপনং স্থানে গেলেন । অনন্তর শত্রুরা সেই পারিভদ্র রাজাকে জয় করিয়া ঐ নগরের মধ্যে রাখিল । রাজা পারিভদ্র শত্রু সৈন্যের ভেরীর শব্দ শুনিয়া মন্ত্রিরদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি বৈদ্যক শাস্ত্রের মত শুনিয়াছি ভেরীর শব্দ বড় অমঙ্গলজনক হয় ইহা তথ্য বটে । মন্ত্রিরা কহিলেন হে রাজন্ ভেরীর শব্দ কখনও অমঙ্গলজনক নহে কিন্তু তোমার অন্তঃকরণস্থ ভয় সকল অমঙ্গলজনক হইয়াছে । পশ্চাৎ ঐ রাজা শত্রুপক্ষের ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র দূরে পলায়ন করেন ইহাতে সেই ভীত পারিভদ্র রাজার মহত্ত্ব লুক্কায়িত হইল এবং পৌরুষ দূরে গেল তার অবশিষ্ট পিতৃসঞ্চিত যে রাজ্য তাহাও শত্রুগ্রস্ত হইল । নীতিজ্ঞ লোকেরা কহিয়াছেন কোনং লোক ভীরু পুরুষকে আশ্রয় করিবে না এবং ভীরু পুরুষের লক্ষ্মী বর্দ্ধমানা হন নাও খল লোক ভীরু ব্যক্তিকে পরাজয় করে এবং রমণীগণ ভীরু পুরুষকে উপহাস করে অতএব বিধাতা সর্ব্বত্র শতং সন্দেহে ব্যাকুল ও সর্ব্বদা শঙ্কাসমুদ্রে মগ্ন এমত ভীরু ব্যক্তির পুরুষত্ব দূর করিয়া কেন স্ত্রীত্ব বিধান করেন নাহি । ইতি ভীরুকথা সমাপ্তা ।

অথ কৃপণকথা ।—

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না এবং ভোগ করিতে পারে না এই কারণ সকল লোকের অস্মরণীয় হইয়া কোন লোকের অপ্রিয় না হয় অর্থাৎ সকলেরি অপ্রিয় হয়। সেই কৃপণের বিবরণ কহা যাইতেছে ।—

মথুরা নগরীতে গুচ্ছধন নামা এক বনিক অত্যন্ত কৃপণ ছিল সে পিপ্পলীর বানিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান হইল। এক সময় আসন্ন দুর্ভিক্ষ দেখিয়া এই চিন্তা করিল যদি এই দুর্ভিক্ষেতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারগণ আমার সকল অর্থ ভোজন করে তবে সেই ধনশোকেতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে সে অতিমন্দ যে হেতুক ধনবান পুরুষ যদি একাকী থাকে তবে সেই সম্পত্তিই তাহার পরম মিত্র হয় তদ্ভিন্ন যে সকল তাহারা অনাত্মীয় হয় যে হেতুক সংসারের মধ্যে যত কুটুম্ব আছে সকলি ধনমূলক অতএব নির্ধন হওয়া অনুচিত সম্প্রতি অন্যের অদৃশ্য স্থানে সকল ধন রাখি পশ্চাৎ অপ্রাপ্ত ধনের প্রাপ্তি চেষ্টা করিব এই বিবেচনা করিয়া তাহা করিল। পণ্ডিতেরা সেই মত কহিয়াছেন যে কৃপণ লোক ক্লেশ ও পাপাচরণপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া এবং অপত্যাদি স্নেহ অজ্ঞান করিয়া তদর্থে ধন

ব্যয় করে না এবং আপনিও কিছু ভোগ করিতে পারে না। অনন্তর এক সময় দুর্ভিক্ষ আগত হইলে সেই কৃপণ পরিবারেরদিগকে অন্নাভাবে ম্রিয়মাণ দেখিয়া কাহাকেও কিছু দিল না। তাহার পরিজনেরা কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কিছু ধনযাচ্ঞা করিলে সেই কৃপণ এক কবিতা পাঠ করিল তাহার অর্থ এই হে পরিবারসকল শুন কৃপণ লোকের ধনই প্রাণ যদি তোমরা সেই ধনগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তবে অপ্রাপ্তধনশোক যে আমার প্রাণ তাহা কেন গ্রহণ না কর অর্থাৎ আমার ধনগ্রহণ করাতেই প্রাণ গ্রহণ সিদ্ধ হইবে কিন্তু কেবল প্রাণগ্রহণ করিলে সে প্রাণ ধনশোক পাইবে না অতএব ধনগ্রহণহইতে আমার প্রাণগ্রহণ করা ভাল এই কথা কেবল বাক্যব্যয়েতে তাহার স্ত্রী পুত্রপ্রভৃতি সকলে পঞ্চত্ব পাইল। আপনিও অনশনেতে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল যে আমি যদি পুত্র কলত্রাদিকে স্বোপার্জ্জিত ধন দিলাম না তবে নিজ জীবনরক্ষার্থে কেন ধন ভোজন করিব এবং স্বজনহীন হইয়া জীবনে বা কি প্রয়োজন এই বিবেচনাতে আত্ম প্রাণরক্ষার্থেও ধনব্যয় করিল না কেবল উপবাসেতে দিন যাপন করিয়া অতি দুর্ব্বল হইল। সেই সময়